করো না'—এই দু'টি বাক্যে 'দীন' ও 'দিন' শব্দের উচ্চারণ একই রকম। যে
দু'টি বর্ণ উচ্চারণে পৃথক্ নয়, শুধু বানানে পৃথক্, তাদের পৃথক্ স্বনিমীয় সত্তা স্বীকৃত
হতে পারে না। বাংলায় হ্রস্ব 'ই' ও দীর্ঘ 'ঈ' ন্যূনতম শব্দজোড় রচনা করে
না। বরং হ্রস্ব 'ই' ও দীর্ঘ 'ঈ'-এর উচ্চারণ পরিপূরক অবস্থানে পাওয়া যায়।
একটির স্থানে অন্যটি উচ্চারিত হয় না, জোর করে উচ্চারণ করলে স্বাভাবিকতা
নষ্ট হয়। এই উচ্চারণের নিয়মটি হল—একাক্ষরী শব্দে (monosyllabic
words) যে-কোনো স্বরধ্বনিই দীর্ঘ উচ্চারিত হয়। যেমন ঝি=[ঝী $ɟ^h$i:],
দিন=[দীন di:n], দীন=[দীন di:n] ইত্যাদি। অবশ্য এই সব
একাক্ষরী শব্দ যখন অন্য শব্দের সঙ্গে সমাসে পূর্বপদ রূপে যুক্ত হয় তখন
তাদের ঐ স্বরধ্বনিগুলি হ্রস্ব উচ্চারিত হয়। যেমন দীন-দরিদ্র=[দিন
দরিদ্রো dindɔridro], দিনরাত=[দিনরাত dinrat] সুতরাং বাংলায় হ্রস্ব
'ই' ও 'দীর্ঘ' ঈ একই স্বনিমের দু'টি উপধ্বনি বা পূরকধ্বনি। তেমনি হ্রস্ব 'উ'
ও দীর্ঘ 'ঊ' বাংলায় দু'টি পৃথক্ স্বনিম নয়, একই স্বনিমের দু'টি পূরকধ্বনি।

বাংলায় '৯'-এর ব্যবহার তো নেই-ই। আর 'ঋ' বাংলায় স্বরস্বনিমই নয়। কারণ 'ঋ'-এর উচ্চারণ হল—রি [ri] ; আর রি [ri] হল দু'টি স্বনিম র্+ই /r+i/। সুতরাং 'ঋ'-কে স্বরস্বনিমের তালিকা থেকে বাদ দেওয়া যায়। বস্তুত ঋ ও ৯ বৈদিক সংস্কৃতে ছিল অর্ধব্যঞ্জন (sonant), বাংলায় এই দুই ধ্বনির সংস্কৃতের উচ্চারণ বজায় নেই। 'ঐ' এবং 'ঔ'-কেও স্বরস্বনিমের তালিকায় ধরা হয়নি। কারণ এ দু'টির কোনোটিই একক স্বরধ্বনি নয়, প্রত্যেকটি হল দু'টি করে স্বরধ্বনির মিলিত রূপ। যেমন—ঐ=ও+ই, ঔ=ও+উ। এগুলিকে বলে যৌগিক স্বর। এগুলির স্থান একক স্বরধ্বনির (monophthong) তালিকায় নয়, যৌগিক স্বরধ্বনির (diphthongs) তালিকায়। যৌগিক স্বরধ্বনি সম্পর্কে পরে আলোচনা করা হবে।

উপরে যে আলোচনা করা হল তা থেকে আমরা এই সিদ্ধান্তে আসতে পারি যে, পশ্চিমবাংলার আধুনিক আদর্শ চলিত ভাষায় (Standard Colloquial Bengali) মোট স্বনিম-সংখ্যা নিম্নরূপ :

ব্যঞ্জন স্বনিম	২৮
অর্ধস্বর স্বনিম	২
মৌখিক স্বর স্বনিম	৭
অনুনাসিক স্বর স্বনিম	৭
মোট	৪৪